

CK99

SIN

আপনারা কি এই গানটি শুনেছেন কখনো?

When I look back upon my life
It's always with a sense of shame
I've always been the one to blame
For everything I long to do
No matter when or where or who
Has one thing in common, too

It's a, it's a, it's a, it's a sin
It's a sin
Everything I've ever done
Everything I ever do
Every place I've ever been
Everywhere I'm going to
It's a sin

এই গল্পের সাথে এই গানটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই প্রথমে এটি তুলে ধরলাম। আর এই গানের সাথে যে কিশোরীটির স্মৃতি আমার জীবনে জড়িয়ে আছে - তার নাম এ্যানি। ওর বাবা সম্পর্কে আমার চাচা। তিনি ইউ.এস.এ.-তে থাকেন। এক রাশান মেয়েকে বিয়ে করেন। আর এ্যানি ওনার একমাত্র মেয়ে। আমার সাথে যখন এ্যানির পরিচয় হয় তখন ওর বয়স ১৪। এ্যানি জন্মের পর কোনদিন বাংলাদেশে আসেনি। সেই প্রথম আসা। ওর বাবা অর্থাৎ চাচা ওকে বাংলাদেশ দেখাতে নিয়ে আসে। ওর মা'র সাথে তখন ওর বাবার ডিভোর্স হয়ে গেছে। তাই শুধু চাচা আর এ্যানি এসেছিল।

আমি তখন বেকার। সারাদিন কাজে-আকাজে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ানো আর সন্ধ্যার দিকে টিউশানি করে চলছিল। একদিন টিউশানি সেড়ে বাসায় এসে দেখি বাসাভর্তি মেহমান। কারন চাচা অনেকদিন পর দেশে এসেছেন--তাই সবাই দেখতে এসেছে--তাছাড়া এ্যানিকে দেখাও ওনেকের উদ্দেশ্য ছিল। এ্যানিকে ড্রয়িংরুমে এক দঙ্গল লোকের ভিড়ের ফাঁকে দেখতে পেলাম। বন্ধুরা---কি বলব ওর রূপের কথা ! রাজকন্যা বলতে বই-পত্রে যা পড়েছি--ঠিক যেন তাই--একটি অসম্ভব সুন্দরী রাজকন্যা সারা ঘর আলো ঝলমল করে বসে আছে ! আর

সুন্দরী হবে না কেন?--ওর মা এক রাশান সুন্দরী--আর চাচাও বেশ গুডলুকিং। ওনাদের প্রোডাক্ট তো এমন সুন্দরী হবেই!

আমি জানতাম চাচা আসছেন এই সপ্তাহে, তবে জানতাম না যে চাচা আজকেই আসবেন। চাচা আমাকে কিভাবে জানি ঘরে ঢোকার সময় দেখে ফেলেছিলেন। আর ওনার স্মরণ শক্তি অসাধারণ! আমাকে দেখেই চিনে ফেললেন

--এই তুই মিঠু না? আরে অনেক বড় হয়ে গেছিস দেখছি! আয় আয় -- এদিকে আয়!

আমি হাসি হাসি মুখ করে আশ্তে আশ্তে ভিড় ঠেলে চাচার সামনে গেলাম। আর মনে প্রাণে প্রার্থনা করছিলাম - চাচা যেন জিজ্ঞেস না করে আমি কি করছি এখন--কারণ বেকারদের জন্য সবচেয়ে অপমানজনক প্রশ্ন হচ্ছে এটাই। চাচাকে সালাম দিয়ে কেমন আছেন - আসতে কোন কস্ট হয়নি --এসব সৌজন্যমূলক প্রশ্ন করতে লাগলাম। চাচা এসবের উত্তর দেওয়া সেরেই এ্যানিকে বললেন

-এ্যানি--এটা তোমার বড় চাচার ছেলে মিঠু। তোমার ভাইয়া। --এ্যানি এতক্ষন বসে বসে চাচা আর আমার কথা শুনছিল--চাচার কথা শোনামাত্র সে চট করে উঠে দাঁড়াল--আর আমার দিকে হ্যাভশেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল

-Hi Mitu Vaia---Nice to meet you, I'm Annie. And How are you?

আমি মনে মনে বললাম--খাইছে! ইংলিশ-এ আমি সবসময় ঠেলেঠেলে পাশ করে এসেছি। এখন এ্যানি যেভাবে হড় হড় করে ইংলিশ বলল--এর জবাবে কি বলি! আর হ্যাভশেক করার জন্য হাতটি ধরতেই --গড! কি ভিষণ নরম হাত!

তবে কিছু একটাতো বলতে হয় তাই কোনমতে মুখ দিয়ে বের করলাম

-ফা.....ফা.....ফাইন!

আমার এইভাবে 'ফাইন' বলতে দেখে এ্যানি হেসে উঠল। হাসার সময় মেয়েটির গালে টোল পড়ে। আর ওর দাঁতগুলো যেন মুক্তো! আমি অভিভূত হয়ে তাকিয়ে থাকলাম কিছুক্ষন।

এরপর সে বসে অন্যান্যদের সাথে টুকটাক কথা বলা শুরু করল--চাচাও অন্যদের সাথে কথায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি ধিরে ধিরে ডুয়িং রুম থেকে কেটে পড়লাম। অলরেডি এ্যানির সামনে ইংলিশের জন্য প্রেস্টিজ পাংচার হয়ে গেছে। এরপর আর এই ভিডের মধ্যে থাকার কোন অর্থ হয়না।

আমার বয়সের সাথে তুলনা করলে এ্যানি একটি বাচ্চা মেয়ে--কিন্তু ওর হাতের ছোঁয়ায়--ওর হাসি--ওর রূপ--আর আর----আর ওর সেক্সি ফিগার --সবকিছুর জন্য ওকে নিয়ে সেইরাতেই বিছানায় শুয়ে শুয়ে বিভিন্ন ভাবনা শুরু করলাম----যার মধ্যে অনেকগুলি ভাবনাই শোভন নয়।

আর আমার দোষ দিয়ে লাভ কি!--ও একটি স্কিন-টাইট কালো জিন্স আর লাল রংয়ের একটি শার্ট পড়েছিল--আর শার্টটির এমন কাট যে এটা ওর কোমর-পর্যন্ত এসেই শেষ! যার জন্য ওর উরু আর হিপ এর সুন্দর শেপটি বোঝা যাচ্ছিল। আর সে আমার বুক সমান লম্বা। সবকিছু মিলিয়ে এমন সাদা-চামড়ার একটি অসাধারণ সুন্দরী মেয়ে যে বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট হয়েও আমার হৃদয়ে আর শরীরের বিশেষ অংশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে--এর জন্য তেমন অবাক হলাম না। তবে যাই হোক--এমন একটি মেয়েকে চেখে দেখার সুযোগ আমার কোনদিন ও হবে না।

নাহ। নিজেকে শাসালাম----এত নিচে নামা ঠিক না--হাজার হলেও ও আমার চাচাতো বোন। ওকে নিয়ে কোন বাজে চিন্তা করা আমার শোভা পায়না। তাছাড়া এ্যানি বয়সে আমার অনেক ছোট। অবশেষে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন সকাল সকাল বাসা থেকে বেড়িয়ে পড়লাম--কারণ আমি এ্যানির সামনে পড়তে চাইনা। ওর সাথে ইংলিশ এ কথা বলার মতো ইংলিশ আমার জানা নেই। তাছাড়া--বেকার বলে বাসায় মুরব্বীদের সামনে আমি পারতপক্ষে আসিনা। যতপারি এড়িয়ে চলি। কারণ - এখনো চাকরি -বাকরি না পাওয়ার জন্য মাঝে মাঝে আমাকে কথা শুনতে হয়।

রাতে যখন টিউশানি সেরে আসলাম--তখন মহা হলমুল বাসায় ! কারন আমার এমেরিকা থেকে আসা চাচা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ওনাকে ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ভদ্রতা করে ওনাকে ক্লিনিকে দেখতে গেলাম। আমি যাওয়ার সাথে সাথে চাচা আমাকে দেখে বলে উঠলেন

-ও--মিঠু এসেছিস। তোকে আমার একটি কাজ করে দিতে হবে রে ! কি পারবি না ?

আমি কোন কিছু না ভেবেই বললাম

-জ্বি চাচা, অবশ্যই পারব। বলুন কি করতে হবে।

-ডাক্তার একটু আগে বলে গেলেন আমাকে কমপ্লিট রেস্টে থাকতে হবে ৭ দিন । আর আমি ছুটি নিয়ে এসেছি মাত্র ১০ দিন। এ্যানির কক্সবাজার বিচ দেখার খুব শখ! আমি তো ভেবেছিলাম আমিই ওকে নিয়ে যাব--আর তাছারা কক্সবাজার আমারো অনেকদিন দেখা হয়নি। কিন্তু ডাক্তারের কড়া নিষেধ--কোন জার্নি করা যাবে না। এখন তাহলে তো আমার ছুটিও শেষ হয়ে যাবে--আর এ্যানির ও কক্সবাজার দেখা হবে না। বাসার আর কারো পক্ষে চাকরীর জন্য সম্ভব হচ্ছে না। তাই বলছিলাম কি -তুই কি একটু ওকে কক্সবাজার ঘুরিয়ে আনতে পারবি? আমি সাত পাঁচ না ভেবেই বলে দিলাম

-কেন পারব না ? আপনি বললে আমি ওকে নিয়ে কালকেই রওনা দিতে পারি।

বলেই মনে মনে মাথায় হাত দিলাম। এই মেয়ে তো ফট ফট ইংলিশ বলে----আর আমার ইংলিশ 'হাও আর ইউ? - আই গ্রাম ফাইন --ইয়েস নো ' পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। এখন কি করি !

-ওহ। তুই আমাকে বাঁচালি ! --চাচা বললেন।

-Thanks a lot Mitu vaia.....it's so nice of you..I thought I would've had to go back to USA without seeing Cox'sbajar!

এ্যানি বলল আমাকে । আমি এর জবাবে একটা কাষ্ঠ হাসি হাসলাম।

-তাহলে তোরা কালকেই চলে যা।

-ঠিক আছে চাচা। বললাম আমি-- আর মনে মনে নিজের কপাল চাপরালাম--কেন যে খাল কেটে বাইন মাছ আনতে গেলাম !

আমি ক্লিনিক থেকে আসার পথে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে টিকেট কেটে আনলাম।

পরদিন সকালে উঠে তৈরি হয়ে রুম থেকে ডাইনিং রুমে আসতেই দেখলাম এ্যানি অলরেডি তৈরি হয়ে বসে আছে। এই প্রথম এ্যানির মুখে বাংলা শুলনাম--সে বলল

-আমি ভেবেছিলাম--আপনি ঘুম থেকে ওয়েক আপ করতে লেট করে ফেলবেন।

-তুমি বাংলা বলতে পারো ?!!!!

-ফ্লুয়েন্টলি বলতে পারিনা। তবে যার সাথে বলি --সেও যদি হেল্প করে তাহলে বলতে ইজি হয়।

-ঠিক আছে আমি তোমাকে হেল্প করব। ট্রেনে যেতে যেতে আমার সাথে একনাগাড়ে শুধু বাংলাই বলবে -- ওকে?

-শোওর।

যাক--জানে পানি আসল আমার--ইংলিশ বলাটা কায়দা করে এত সহজে কাটাতে পারবো--ভাবিনি।

ট্রেনে উঠার পর থেকেই এ্যানি জানালা দিয়ে বাইরের বাংলাদেশ দেখা শুরু করল। আর ও যাই দেখে --তাতেই অবাক হচ্ছে। এমন প্রানবন্ত উচ্ছল মেয়ে আমি আর দেখিনি।

আমাদের সিটের কোণাকুনিতে একটি ইয়া মোটা কালো লোক--ওর ওয়াইফ কে নিয়ে বসেছে। ওর ওয়াইফ ওর চেয়েও কালো আর মোটা । সামনাসামনি এমন মোটা আর মুটি -কে বসে থাকতে দেখে ব্যাপারটা আমার মোটামুটি বেশ খারাপই লাগল। কারন ভেবেছিলাম আশেপাশে কোন সুন্দরী - সেক্সী তরুণী বসবে-!

(যদিও সংগে এ্যানির মত একটি সেক্সবোম্ব আছে - তারপরেও --নাহ -আমার অভ্যাস একদম বরবাদ হয়ে গেছে !)

একসময় আমি লক্ষ্য করলাম মোটু হারামজাদা মুখের সামনে ‘সমকাল’ পত্রিকা ধরে রাখলেও সে চোরা চোখে এ্যানিকে দেখছে। আর দেখবেই বা না কেন---চোখের সামনে এ্যানির মত দারুন শ্বেত-সুন্দরী ফেলে ‘সমকাল’-এর উপর চোখ বুলানোর তো কোন মানে হয়না। আর এ্যানিকে ওর বৌ-এর সাথে তুলনা করলে-----এক কথায় কি বলব-----কোথায় রানী-----আর কোথায় চুদমারানি !

কিন্তু এ্যানির এসব কোন দিকে কোন খেয়ালই নেই। একমনে জানালা দিয়ে বাইরের পৃথিবী দেখছিল সে।

একসময় বাইরের দৃশ্য দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। আমাকে বলল--

-মিঠু ভাইয়া - আপনি চেস (দাবা) খেলতে জানেন?

-হ্যাঁ।

-তাহলে খেলবেন আমার সাথে?

-ঠিক আছে--এরপর ও ওর ব্যাকপ্যাক থেকে দাবার সরঞ্জাম বের করল--গুটি সাজাল-এরপর আমাদের দুজনের সিটের মাঝখানে সেটি রেখে খেলা শুরু করল। ও একটি চাল দিচ্ছে-আমি একটি দিচ্ছি। আর একসময় ওর বুকের দিকে আমার চোখ চলে গেল। কারণ দাবা খেলার জন্য ও দুটি পা তুলে একটি উরুর উপর হাত রেখে একটু নিচের দিকে ঝুঁকে বসেছে। তাই ওর অদ্ভুত সুন্দর বুক দুটো যেন শার্ট এর সামনের অংশ ভেদ করে বের হয়ে আসতে চাইছে ! ওর প্যান্টের পাশ থেকে ওর নিতম্ব দুদিকে যেন ছড়িয়ে পড়তে চাইছে। আমার চোখ ওর বুক থেকে সেখানে চলে গেল।

কি মনে করে আমি মোটা ‘সমকাল’ -ব্রাদারের দিকে তাকালাম--যা ভেবেছিলাম তাই----‘সমকাল’ একদৃষ্টিতে এ্যানির পাছাটিকে গিলছে। ও এ্যানির পাছার শেপটা আরো ভালো করে বুঝতে পারছে কারণ এখন এ্যানি ওর দিকে পাশ ফিরে বসেছে--আর আমার দিকে এ্যানি মুখোমুখি হারামজাদা!

-হেই--মেক উওর মুভ !

এ্যানি আমাকে চাল দেওয়ার জন্য তাগাদা দিল।

-আমাদের মধ্যে কিন্তু চুক্তি ছিল--আমরা বাংলা বলব---মনে আছে?

এ্যানি দাঁত দিয়ে ওর টকটকে লাল জিভটি কেটে বলল----সরি ! সরি !-----কিন্তু ‘চুক্তি’ মানে কি ?

খাইছে আমারে ! চুক্তির ইংলিশ মনে আসছে না। আমি আমতা আমতা করতে লাগলাম

-চুক্তি মানি হচ্ছে---চুক্তি মানে হচ্ছে---ইয়ে-----উম---

-AGREEMENT.

‘সমকাল’ -- এ্যানির দিকে তাকিয়ে বেশ বড় করে বলল। হারামজাদা তার নাকটা শেষপর্যন্ত গলিয়েই ছাড়ল।

আমি ওর দিকে কড়া চোখে তাকালাম। আর এ্যানি ওর দিকে তাকিয়ে অসম্ভব মিস্টি হেসে বলল

-থ্যাংক ইউ -স্যার !--তারপর আবার খেলায় মন দিল।

আর ‘সমকাল’ হারামজাদা আমার দিকে তাকিয়ে একটি কুটিল হাসি উপহার দিল। শালা -চর্বিরসাগর--সাজতে চায় বিদ্যাসাগর ! তবে যাই হোক--ওর ইংলিশ জ্ঞান ভালো। ওর ইংলিশের সাথে আমার ইংলিশের তুলনা মানে--কোথায় সেক্সপেয়ার -আর কোথায় ভাংগা চেয়ার !

আমি ওর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে খেলার দিকে মনোযোগ দিতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার মনোযোগ এ্যানির টাইট প্যান্টের যেই অংশটি ওর ভীষণ দামি গোপন অংগটি ঢেকে রেখেছে--সেখানে চলে গেল। যদি টাইট প্যান্টটির উপর দিয়ে ওর ওর মাংসল সেই গুপ্ত অংগের একটু শেপ বোঝা যায়। কখন যে এ্যানি চাল দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে বুঝতে পারিনি। সে আমার চোখ ফলো করে নিজের কোলের দিকে তাকাল--

-কি হয়েছে? আপনি কি দেখছেন? এনিথিং রং?

এ্যানির কাছে এইভাবে ধরা পড়ে গিয়ে আমার লজ্জায় মাথা কাটা যাওয়ার দশা। আমি কোনমতে বললাম

--না না । আমি একটি জিনিস নিয়ে চিন্তা করছিলাম। ওকে, আমি চাল দিচ্ছি।
এ্যানি কিন্তু কিছু একটা বুঝতে পেরেছে। তার চেহারাটি কেমন যেন হয়ে গেল। আমি ‘সমকাল’ এর দিকে
তাকালাম--হারামজাদা আমার এই হাতে-নাতে ধরা পড়াটা এনজয় করছে---আর মিটি মিটি হাসতে হাসতে
এ্যানির পাছাটি একমনে চোখ দিয়ে গিলছে।
আর এ্যানির দিকে চোরা চোখে তাকালাম না। আবার ধরা পড়লে কেলেংকারি হয়ে যাবে। একসময় খেলা শেষ
হল। এ্যানিই জিতল। আর বাচ্চা মেয়ের মতো হাত দিয়ে উঠল। একটু পরেই ট্রেন কুমিল্লায় থামল। একটি
ছেলে জানালার পাশে এসে পানি বিক্রি করতে এল। এ্যানি বলল
-তোমার ওয়াটার তো ডার্ট। তোমার কাছে পিওর ওয়াটার নেই?
ছেলেটি এ্যানির ইংলিশ শুনে কিছু বুঝল না--তবে বলল
-আফা---আমার কাছে মিনারেল ওয়াটার আছে----দিমু?
-মিনারেল ওয়াটার? দেখি?
সে একটি ছোট মিনারেল ওয়াটারের বোতল ছেলেটির হাত থেকে নিল। আর ওকে একশ টাকা দিয়ে দিল !
আমি বললাম
-করলে কি ? এত টাকা দিয়ে এক বোতল পানি কিনতে গেলে কেন? এটার দাম তো এত না!
-আপনি দেখছেন না---এই বাচ্চা ছেলেটি কত কস্ট করে হ্যান্ড কেরি করে ওয়াটার সেল করছে। ইটস এ হার্ড
জাব। তাই আমি ওকে জাস্ট একটু হেল্প করলাম।
আমি এ্যানির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। এই মেয়েটির চেহরাই শুধু ইনোসেন্ট না--এর মনটাও ইনোসেন্ট--
সরল। আড়চোখে দেখলাম ‘সমকাল’-ও এ্যানির কথা শুনে অবাক হয়ে ওকে দেখছে। এতক্ষণে সে ভদ্র দৃষ্টিতে
এ্যানির দিকে তাকিয়েছে।
এরপর ট্রেন চট্রগ্রাম পৌঁছাল। সেখান থেকে বাস-এ উঠলাম। এ্যানি ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সিটের উপর। আর
বাসের দুলুনিতে ওর মাথাটা আমার ঘাড়ে এসে ঠেকল। আর আমি ওর শরীরের মিস্টি - আকর্ষণীয় সুগন্ধ
পেলাম। আহ! সুন্দরী মেয়েদের শরীরে মনে হয় এমন মিস্টি গন্ধ থাকে ! আস্তে করে ওর নরম গালে হাত
রাখলাম--আর চট করে এ্যানি চোখ মেলল
-কি হয়েছে?
আবার ধরা খেলাম ! বললাম
-না ! তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ কিনা দেখছিলাম!
এ্যানি ভাবল ওর মাথা আমার ঘাড়ে গড়িয়ে এসে ঠেকাতে আমি ওকে ডেকে তুলেছি। তাই ও লজ্জা পেয়ে
বলল
-সরি ভাইয়া ! আই ডিডিন্ট মিন টু ফল ওন উওর বাডি !----পুরো ইংলিশ না বুঝেও আমি বললাম
-না , ঠিক আছে।
একসময় কল্লবাজার পৌঁছলাম--হোটলে উঠলাম। ফ্রেশ হয়ে খেয়েদেয়ে বিচ এ গেলাম। বিচ দেখে তো এ্যানি
হতবাক !
-ওয়াও ! হাউ বিউটিফুল ! আমি এমন সুন্দর বিচ আর দেখিনি !! ইটস গরজিয়াস ! --এরকম আরো
অনেক ইংলিশ বিশেষণ দিয়ে সে কল্লবাজার এর সৌন্দর্য উপভোগ করছিল। আর ওর মত বিদেশী মেয়ের
শারীরিক সৌন্দর্যে আকর্ষিত হয়ে বেশ কিছু বদ লোক আমাদের চারপাশে একরকম ভীড় জমিয়ে ফেলতে
লাগল।
বাধ্য হয়ে আমি এ্যানিকে নিয়ে বিচের একপাশে হাঁটতে হাঁটতে মানুষের ভীড় থেকে অনেকদূর চলে আসলাম।
এদিকটায় আমি আর এ্যানি ছাড়া আর কোন মানুষ নেই। এ্যানি একমনে বিচ থেকে স্টারফিশ, বিনুক, ইত্যাদি
হাতে তুলছে, পানিতে ছুঁড়ে দিচ্ছে, আবার নিজে পানিতে নামছে। পানিতে ভিজে গিয়ে ওর সাদা শার্ট যে ওর

বুকের সাথে লেপ্টে ওর অসম্ভব সুন্দর বুকদুটো আমার চোখের সামনে স্পস্ট করে তুলেছে আর আমি যে তা হা করে গিলছি--তা এ্যানি লক্ষ্য করল না। আর এই কারনেই বিপদ টের পেলাম না। যখন টের পেলাম তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে।

আমরা যেখানে হাঁটছিলাম--সেখানে একদিকে বিচ , আর অন্যদিকে জংগল এর মতো। আর সেই জংগল থেকে ৩ জন ডাকাত টাইপ চেহারা লোক এসে আমাদের কে ঘিরে ধরল। আমি যেদিক থেকে এসেছিলাম--সেদিকে তাকালাম--নাহ -অনেক দূরে চলে এসেছি। এতদূর যে যেদিক থেকে এসেছি সেদিকের লোকজনকে বোঝাই যাচ্ছে না--আমরা চিৎকার করলেও শুনবে না। আর তাছাড়া--সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এসেছে।

লোকগুলোর মধ্যে যে লিডার-টাইপ সে বলল-

-ভাইজান--আপনে তো দেখি বিদেশি মাল নিয়ে ঘুরতাহেন। খালি আপনি টেশ্ করবেন, আমরা করুম না ?

-এই আজবাজে কথা বলবে না। -আমি ধমক দিলাম

-বিদেশি মাগি নিয়া ঘুরতাহু, আর এইটা কইলেই আজ-বাজে কথা? ভালোয় ভালোয় এই মাগিটারে রাইখা কইটা পড়ে।

এ্যানি ওদের আঞ্চলিক কথা কিছুই বুঝছিল না, তবে সে ধারণা করল এরা ছিনতাইকারি। সে বলল

-শুনুন ! আমার পার্সে বেশ কিছু টাকা আছে--আমি আপনাদের দিয়ে দিচ্ছি, এন্ড এই নিন--আমার গলার এই নেকলেসটি--ইটস্ টুয়েন্টি-টু ক্যারেট গোল্ড-মেড, ও.কে. ? প্লিজ--এগুলো নিয়ে আপনারা চলে যান--আর আমাদেরকে যেতে দিন--প্লিজ।

এইবলে সে টাকা আর নেকলেসটি খুলে ওদের দিকে বাড়িয়ে ধরল। ওরা সেগুলো নেওয়ার কোন লক্ষণ দেখালো না। তবে একসাথে ৩ জনই অশ্লীল হাসি হেসে উঠল। লিডার টি বলল

-বিদেশি মাগি দেখি বাৎলা কয়। আফা---আফনের গলার সোনা ছাড়াও আরো একখান সোনা যে আছে ---- ওইটা দিবেন না ?

এ্যানি ওর কথা বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল, আর ওদের আচরনে এবার সে খারাপ কিছু একটা আঁচ করে আমার হাত ধরে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। আমি বললাম

-এই ! বাজে কথা না বলে এফুনি এখন থেকে ভাগ! --(মনে মনে অবশ্য বেশ ভয় পেলাম)

-ওই হারামজাদা--বিদেশি মাগিখোর ! তোরে কইলাম ফুটতে---তোর তো সাহস কম না---গেলি নাকি এইখানে পুঁইত্তা ফেলুম? এই বলে সে আমাকে একটি ঘুষি মেরে বসল। আমি সতর্ক ছিলাম--তাই সময়মত নিজে কে সরিয়ে নিলাম। তাই ওর ঘুষিটা আমার গায়ে লাগল না, কিন্তু আমার পেছনে দাঁড়ানো এ্যানির তলপেটে লাগল। আর সাথে সাথে ও ব্যথায় চিৎকার করে উঠে সেন্সলেস হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। আমি একবার ওর দিকে তাকিয়ে আবার লিডারটির দিকে তাকাতেই দেখলাম সে আবার মারতে আসছে আমাকে। আমি এবার ওকে দিলাম একটি লাথি। ওর আর আমার মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল।

এইসময় পুলিশের হুইসেল শুনলাম। আর ওরা ৩ জনই পড়িমরি করে জঙ্গলে দৌড়ে পালাল। একটু পরেই দেখলাম দূর থেকে দৌড়াতে দৌড়াতে দু'জন বিচ-পুলিশ আমাদের দিকে আসছে। আমাদের ভাগ্য অনেক ভালো--তাই এ যাত্রা রক্ষা পেলাম। কিন্তু এ্যানি এখনো অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে ! পুলিশগুলো কাছে আসতেই আমি বললাম

-ভাই--জলদি কোন ডাক্তারের কাছে একে নিতে হবে। আছে কোন ডাক্তার আশেপাশে ? --এরপর পুলিশ দু'জনের সহায়তায় এ্যানিকে বিচের কাছেই এক ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলাম। পুলিশ দু'জনকে অনেক ধন্যবাদ দিলাম। ওদের কে কিছু টাকাও দিলাম চা-নাস্তা খাওয়ার জন্য।

পুলিশরা চলে যাওয়ার একটু পর এ্যানির জ্ঞান ফিরল। ডাক্তার ওকে কিছু পেইন-কিলার দিলেন। রেস্ট নিতে বললেন। আমরা একটি টেক্সি নিয়ে হোটেল ফিরলাম। এ্যানি অজ্ঞান ছিল বলে -পুলিশ এসে যে আমাদের বাঁচিয়েছে সেটা জানে না। সে ধরে নিয়েছে আমিই ওকে সেভ করেছি। টেক্সিতে আসার সময় সে আমার হাত

ধরে আমাকে থ্যাংকস দিয়েছে। আর আমি ওর নরম - সেক্সি হাতের ছোঁয়া পেয়ে --হিটেড হয়ে গিয়েছিলাম। তবে পুলিশের ব্যাপারটা আর বললাম না। নিজে একটু ক্রেডিট নিলাম।

টেক্সি থেকে নামতে না নামতেই ঝড়-বৃষ্টি শুরু হল। রুমে ফিরে দু'জনেই গোসল টোসল সেরে খেয়ে-দেয়ে ফ্রেশ হয়ে নিলাম। কি বড় বিপদ থেকেই না বেঁচেছি আজ ! এ্যানি গালে হাত দিয়ে বসে জানালা দিয়ে বৃষ্টি দেখছিল।

-এখন কি ব্যথা কমেছে? -- আমি জিজ্ঞেস করলাম।

-হুম। কমেছে !- পেইন কিলার গুলো খুব কাজের।

-কল্লবাজার দেখার শখ মিটেছে তোমার ?

সে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল

-বিচটা তো খুবই সুন্দর ! কিন্তু এরকম খারাপ লোকে ভর্তি --মাই গড ! আচ্ছা --এদেশের মানুষ কি মেয়ে দেখলেই এমন আচরন করে? আই ক্যান্ট ইমাজিন ! সাম পিপল রিয়েলি এক্ট লাইক এনিমেলস !

আমি কি বলব ভেবে পেলাম না।

-ইভেন ইউ ! ইউ ওয়্যার লুকিং এট মি লুডলি ইন দ্যা ট্রেন। আই নটিসড ইউ ! রিমেমবার --যখন আমরা চেস খেলছিলাম ?

আমার আবার লজ্জায় মাথা কাটা গেল ! এখন নিজের ইজ্জত বাঁচাই কিভাবে? আমি হঠাৎ রেগে যাওয়ার ভান করে বললাম

-হ্যাঁ--আমাদের দেশের সবাই খারাপ ! শুধু এমেরিকানরাই ভালো !

-এক্কিউজ মি ! আমি তা বলিনি !

-থাক ! আর তোমাকে বলতে হবে না ! আসল কথা কি জানো? আমার চামরা হচ্ছে কালো আর তুমি সাদা চামরার মানুষ, তাই আমার সবকিছু, আমাদের দেশের সব মানুষ--সবাইকে তোমার খারাপ মনে হচ্ছে !

-হোয়াট ! আপনি আমাকে রেসিস্ট(Racist) বলছেন ?!

আমি ভড়কে গেলাম। এখানে রেস -এর কথা আসছে কিভাবে ? আমি তো কোন গাড়ি-ঘোড়া বা নৌকার রেসের প্রসঙ্গ তুলিনি ! তবুও ওর ইংলিশ না বুঝেও বললাম

-রেসিস্ট না তো কি ?

-ফাইন ! থ্যাংক ইউ ফর কলিং মি দিস । গুডনাইট!

এই বলে এ্যানি ধপ্ করে ওর বিছানায় শুয়ে পড়ল আর আমাকে যেন দেখতে না হয়-সেজন্য আমার দিকে পাশ ফিরে শুল। আমি আমার বিছানায় বসে বসে ওর আকর্ষনীয় নিতম্বটি দেখতে লাগলাম।

না--ওর স্লিপিং স্যুট এর পাজামা ভেদ করে যেন মাংসল পাছাটি বের হয়ে আসতে চাইছে ! পরক্ষনেই মন খারাপ হয়ে গেল আমার। কোথায় ভেবেছিলাম ওকে বলব--যেহেতু ওকে খারাপ লোকগুলোর হাত থেকে সেভ করেছি--এখন এই বৃষ্টির রাতে সে যেন আমাকে একটু যৌবন-জ্বালার হাত থেকে সেভ করে। কিন্তু কি থেকে কি হয়ে গেল। কালকেই কল্লবাজার থেকে চলে যাচ্ছি। আজকেই শেষ সুযোগ! অথচ--ওর গায়ে হাত দিতেও সাহস পাচ্ছি না।

-উড ইউ মাইন্ড টার্নিং দ্যা লাইট ওফ প্লিজ ? ইউস্ হাটিং মাই আইজ্ !--পাশ ফিরে শুয়ে থাকা অবস্থায় এ্যানি বলল।

দিলাম লাইট নিভিয়ে। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে শুয়ে পড়লাম। থাক----সবসময় তো আর সুযোগ কাজে লাগানো যায় না। এ্যানিকে আর করা হল না এই জীবনে। একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে উঠে দেখলাম বৃষ্টি এখনো থামেনি। হোটেলের লবিতে বাসের টিকেট করতে গিয়ে জানতে পারলাম -- বৃষ্টির কারণে রাস্তা ডুবে গেছে--তাই বাস চলবে না। রুমে এসে ব্রেকফাস্ট সারলাম দু'জনে। আমি এ্যানির

দিকে তাকাইনি এখনো পর্যন্ত। কথাও বলিনি। খাওয়া শেষ হতে সে আমাকে জিজ্ঞেস করল
-আমরা কখন যাচ্ছি?---আমি জানালা দিয়ে বৃষ্টি দেখতে দেখতে বললাম
-রাস্তা বন্ধ। বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত আপাতত যাওয়া হচ্ছেনা!--
এরপর আর কোন কথা হল না আমাদের মধ্যে। আমি একটি বই নিয়ে শুয়ে পড়লাম--আর এ্যানি ওয়াকম্যান
দিয়ে গান শুনতে লাগল। এইভাবে দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা হল। বৃষ্টি থামার কোন লক্ষণ দেখলাম না। আমি
আড়চোখে বুঝতে পারছি--এ্যানি আমার সাথে কথা বলার জন্য মরে যাচ্ছে। কারন সে আমার দিকে তাকিয়ে
থাকছে কিছুক্ষন পর পর।
আর ওর মতো এমন ছটফটে মেয়ের পক্ষে এরকম চুপচাপ বসে থাকা সম্ভব না। কিন্তু আমার কেন জানিনা খুব
অভিমান হল। কোথায় ভেবেছিলাম রাতে ওকে একটু চেখে দেখব--আর সে বলতে গেলে আমাকে একপ্রকার
অপমানই করল রাতে ! তাই চোখের সামনে বই ধরে রেখে শুয়ে থাকলাম।
রাতের খাওয়া সেরে আবার বই নিয়ে বসতে এ্যানি বলল
-আচ্ছা। আপনি কি আমার সাথে আর কথা বলবেন না ?
-কথা না বলাই তো ভাল। -- আমি ওর দিকে না তাকিয়ে বললাম।
-আমার দিকে তাকাবেনও না ?
-তাকালেই তো বলবা--আমি খারাপভাবে তোমার দিকে তাকিয়ে আছি। তারচেয়ে না তাকানোই ভালো।
এ্যানি এবার আমার বিছানায় এসে বসল। ওর নিতম্ব আমার বাম পায়ের সাথে প্রায় লেগে আছে। ওর নরম
নিতম্বের স্পর্শ পেয়ে আমার চিত্তচাঞ্চল্য দেখা দিল। আমি কিন্তু মুখ শক্ত করে বই ধরে রেখে পড়ার ভান
করতে লাগলাম।
-আচ্ছা আমি সরি। কাল রাতে আমার ওরকম একটি কমেন্ট করা উচিত হয়নি। ---আমি আসলে খুব আপসেট
ছিলাম--এন্ড দ্যাট মেড মি সে সাচ এ থিং ! আই এম সরি। আই রিয়েলি মিন ইট মিঠু ভাইয়া !--সে অনুনয়
করে বলল।
আমি তারপরেও কোন কথা না বলে বই পড়ছি এমন ভাব দেখালাম। এবার সে আমার হাত থেকে বই কেড়ে
নিল। সেটি টেবিলের উপড় রেখে আমার হাত ধরল। আর বলল
-প্লিজ ভাইয়া---প্লিজ ফরগিভ মি ! আই এপোলোজাইজ !! ---
আমার হাতে ওর নরম হাতের ছোঁয়ায় আমার বিশেষ অংগটি জেগে উঠতে লাগল। আর ভাবছি--ইশ যদি সে
ওর এই দুই সুন্দর নরম হাত দিয়ে আমার অংগটি ধরত ! উফ্--ভাবতেই আমার যৌন উত্তেজনা হতে
লাগল। বললাম
-ওকে ওকে। যাও--ক্ষমা করলাম। --এই বলে ওর হাত থেকে হাত ছুটিয়ে নিলাম--আর আবার বইটি টেবিল
থেকে নিতে গেলাম।
-আবার বই ! সারাদিন ধরে তো বই-ই পড়লেন।
-তো আর কি করব?
-কেন ? আমার সাথে গল্প করবেন ! চেস খেলবেন । গান শুনবেন ।
-আমি কোন গল্প জানিনা, চেস খেলতেও এখন ইচ্ছা হচ্ছে না, আর আমি চেস খেললে তোমার কাছে আবার
হেরে যাব।
-তাহলে চলুন গান শুনি !----
আমি চুপ করে থাকলাম।
-এই গানটি শুনে দেখুন। আমার খুব ফেবারিট ! এটা পেট শপ বয়েজ- এর গান---ইটস্ এ্যা সিন। ---বলতে
বলতে সে রুমের ছোট সি. ডি. প্লেয়ারটিতে ওর ওয়াকমেন থেকে সি. ডি.-টি বের করে চালু করে দিল। গানটির
সুর খুব সুন্দর। আমি মুগ্ধ হয়ে শুনলাম। আর একি সাথে গানটিতে কি বলছে সেটি এ্যানি আমাকে তর্জমা করে

চোখ নেড়ে-হাত নেড়ে বুঝাতে লাগল--ওর সুন্দর চেহারাটি দেখতে দেখতে আমার ইচ্ছা হলো ওকে জড়িয়ে ধরতে। কিন্তু সেটি তো আর সম্ভব নয় ! তাই বাম পা দিয়ে ওর নিতম্বের স্পর্শ নিতে লাগলাম। এর বেশি কিছু মনে হয় কপালে নেই!--হঠাৎ সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল

-মিঠু ভাইয়া--আপনি নাচতে পারেন ?

-না।

-তাহলে আসুন--আমি শিখিয়ে দিচ্ছি। কই উঠুন। --বিছানা থেকে সে আমাকে টেনে তুলল। আমরা মুখোমুখি দাঁড়লাম। এ্যানি ওর বাম হাত দিয়ে আমার ডান হাতটি ধরল। আর ওর ডান হাতটি আমার পিঠে রাখল। আর বলল

-আপনি আপনার বাম হাতটি আমার ওয়েইস্ট-এ রাখুন। ---

আমি আবার ইংলিশের ফ্যাসাদে পড়লাম।--ওয়েস্ট শরীরের কোন অংশ তা চট করে মনে আসল না--তাই কোথায় হাত রাখব বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়ে থাকলাম। এ্যানি ভাবল আমি সৎকোচ করছি।

-আরে আপনি শাই ফিল করছেন কেন? আই ওন্ট মাইন্ড। আর শাই ফিল করলে শেখাবো কিভাবে?--এই বলে সে ওর ডান হাতটি দিয়ে আমার বাম হাতটি ধরে ওর কোমরে লাগিয়ে বলল---

-এখানে ধরে রাখবেন। আমি ১-২-৩ বলার সাথে সাথে আমরা ডানদিকে মুভ করব--এরপর পেছনে--তারপর বামে --ফাইনালি সামনে। ও. কে. ?

ওর কোমরে হাত রাখার সাথে সাথে দু'টো ব্যাপার ঘটল। ওয়েইস্ট-এর অর্থ মনে পড়ল--আর ওর কোমরের নরম মাংসে হাত পড়তেই আমার বিশেষ অঙ্গটি শক্ত হয়ে গেল। এমন নরম কোমড় !

আমার হঠাৎ কি যে হল--আমি ভুলে গেলাম এ্যানি আমার চাচাতো বোন। ভুলে গেলাম সে আমার চেয়ে ছোট। আমার বাম হাতটি অসভ্য হয়ে উঠল - আর সেটি এ্যানির নিতম্বে চলে গেল। উফ্! কি নরম নিতম্ব -- আর কি ভরাট ! এ্যানি আমার এমন অসভ্য আচরণে অবাক হয়ে --আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল।

-হোয়াট ডু ইউ থিংক ইউ আর ডুয়িং ?--ওর কথায় বিস্ময় আর রাগ প্রকাশ পেল।--

কিন্তু আমার ভেতরের পশুটি তখন জেগে উঠেছে। আমি ওকে টেনে ওর নরম শরীরটাকে আমার শক্ত শরীরটার সাথে লেপ্টে ফেললাম। ও আমার হাত থেকে ছুটতে চাইল। কিন্তু ওর নরম তুলতুলে আর আমার তুলনায় দুর্বল শরীরের পক্ষে তা সম্ভব হল না। ওর চোখে ভয়ের ছায়া দেখতে পেলাম। এতে করে আমার পাশবিক প্রবৃত্তি আরো বেড়ে গেল।

ওকে ঠেলে ওর বিছানায় ফেললাম - আর নরম -সেক্সি শরীরটা আমার শরীরের নিচে যেন হারিয়ে গেল। ওর সেক্সী ঠোঁট দুটোতে আমার অবাধ্য ঠোঁট দুটো নামিয়ে আনলাম। সে মুখ সরিয়ে ফেলতে চাইল। কিন্তু তা সম্ভব হল না। আমি মনের সাধ মিটিয়ে ওর ঠোঁট দুটো চুষতে লাগলাম। এরপর এ্যানিকে আমি নগ্ন করলাম। ও বাধা দিতে চাইল। কিন্তু একসময় বুঝে গেল-- আমার সাথে সে শক্তিতে পারবে না। সে হাল ছেড়ে দিয়ে ওর অসম্ভব -সুন্দর-সেক্সি শরীরটার উপর আমার অত্যাচার সহ্য করতে লাগল। ওকে নগ্ন করার পর ওর কানে কানে ফিস ফিস করে বললাম

-তোমাকে আমি একটুও ব্যথা দেব না। দেখবে তোমার খুব আরাম লাগবে। খুব আনন্দ পাবে তুমি।--এ্যানি চোখ বন্ধ করে রেখেছিল। ওর সি. ডি. -তে তখন একটার পর একটা গান বেজেই চলেছে। আর ওর শরীরের উপর আমার অশ্লীলতাও বেড়ে চলেছে। যখন ওকে উপর করে শুইয়ে ওর নিতম্বের ছিদ্র দিয়ে আমার বিশেষ শক্ত অংগটি প্রবেশ করাচ্ছিলাম--তখন ও কেঁদে ফেলল, আর বলল

-ইট হার্টস্। প্লিজ ডোন্ট ডু দিস্ টু মি !

-চুপ করে সহ্য করে যাও এ্যানি। একটু পরে ভালো লাগবে তোমার। --এই বলে আমি আমার কাজ করে যেতে লাগলাম।

-হোয়াট ইউ আর ডুয়িং ইস্ এ্যা সিন্। ইটস্ এ্যা সিন্। ---আর কাকতালিয়ভাবে ওর সি.ডি.-তে রিপ্পে হয়ে

ওর সেই ফেব্রারিট গানটি তখন বাজছিল। কিন্তু আমি তখন পাপ পুণ্যের বিচার করছি না----আমি হয়ে গেছি ভাদ্র মাসের কুকুর। আর এ্যানি আমার জন্য একটি সেক্সি বিচ্ছিন্ন।

সেই বৃষ্টির রাতে --অনেকক্ষন পর্যন্ত এ্যানির সুন্দর শরীরটাকে নিয়ে আমি নানারকম নোংরামি করেছি। সেসব আপনাদের আর জানাতে চাইনা।

পরদিন সকালে বেশ বেলা করে ঘুম ভাঙল। ঘুম ভেঙ্গে দেখি এ্যানি আমার দিকে পেছন ফিরে বাৎলা 'দ' -এর মত করে শুয়ে আছে। আর ওর নগ্ন নিতম্বের খাঁজে আমার বিশেষ অঙ্গটি স্থান করে নিয়েছে।

মানুষের মনের উপর সকালের এফেক্ট একদম অন্যরকম। যদি রাত হত তাহলে এই অবস্থায় আমি এ্যানিকে আবার করতাম। কিন্তু এখন আমি চট করে উঠে দাঁড়িয়ে কাপড় -চোপড় পরে নিলাম। এ্যানির ঘুমন্ত-নগ্ন শরীরটা চাদর দিয়ে ঢেকে দিলাম। বেচারির উপর প্রায় সারা রাত নানান যৌন অত্যাচার করেছি।

হঠাৎ আমার নিজের উপর ঘৃণা হল। কিভাবে পারলাম আমি এমন কাণ্ড করতে ! এ্যানির সাথে এমন অশ্লীলতা কিভাবে করতে পারলাম আমি ! বাথরুম থেকে গোসল-টোসল সেরে এসে দেখি এ্যানি উঠে বসেছে। কাপড় পরে নিয়েছে ইতিমধ্যে ।

দুই হাঁটু ভাঁজ করে তাতে মাথা নিচু করে রেখে বসে আছে। আমি কি বলব ভেবে পেলাম না। সে মাথা তুলে শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। এরপর বাথরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে আসল। কাপড় -চোপড় পরে যখন রেডি হল তখন ওকে কি স্লিঙ্ক লাগছে দেখতে ! সত্যি যেন এ্যানি কোন রূপকথার রাজকন্যা !

ব্রেকফাস্ট সেরে বের হলাম, বাসে চড়লাম। এ্যানি এখনো পর্যন্ত আমার সাথে কোন কথা বলেনি। ওর মুখ থেকে হাসি মুছে গেছে। বাসে যদিও আমরা পাশাপাশি দু'টি সিটে বসেছি, --এ্যানি আমার থেকে যতদূর সম্ভব সরে গিয়ে বাসের দেয়াল ঘেঁষে বসল। ট্রেনেও একি ব্যাপার। যেন আমার সাথে ওর শরীরের কোন স্পর্শ না লাগে--সেজন্য এ্যানি যতদূর সম্ভব --সরে বসেছে। নিজের উপর আমার ঘেন্না হতে লাগল।

কম্বাজার যাওয়ার সময় এ্যানি কি উচ্ছল ছিল। যেটা দেখছিল-তাতেই অবাক হচ্ছিল। আর বাচ্চা মেয়ের মতো ছটফট করছিল।

আর এখন ?----এখন একটি নিম্প্রান কিশোরী শূন্য দৃষ্টিতে বাইরে তাকিয়ে বসে আছে। সবকিছু থেকে যেন সে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। আমার আবার নিজের উপর রাগ হল। কেন যে রিপূর তাড়নাটি কন্ট্রোল করতে পারলাম না !

ট্রেন স্টেশন থেকে আমাদের বাসা খুব কাছে। তাই একটি রিক্সা নিয়ে দু'জনে উঠলাম। আর রিক্সার ছোট সিটের কল্যাণে শেষবারের মতো এ্যানির আকর্ষনীয় শরীরটার স্পর্শ পেলাম। আমার ভয় হচ্ছিল ও হয়ত বাসায় সবাইকে বলে দেবে। আমি ওকে বললাম

--এ্যানি ---আমি সরি। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। প্লিজ। বাসায় যদি তুমি বলে দাও তাহলে বাবা আমাকে মেরে ফেলবে।

এ্যানি কিছু বলল না। মাথা নিচু করে বসে রইল। এ্যানির সাথে সেটাই আমার শেষ কথা ছিল। তবে ওর কাছে আমি কৃতজ্ঞ । কারণ ও কাউকে বলেনি ব্যাপারটা।

ওরা যেদিন চলে যাবে তার আগেরদিন রাতে আমি ছাদে একা বসে আছি। কম্বাজার থেকে আসার পর এই কয়দিন আমি আর এ্যানির মুখোমুখি হইনি। এ্যানিও আমার সামনাসামনি আসেনি। তবে কাল ওরা চলে যাবে--এই ব্যাপারটি মাথায় ঢোকানোর পর থেকে ওর সুন্দর মুখটি কাছ থেকে দেখতে খুব ইচ্ছা করছিল।

নাহ , সে আসল না ছাদে। ভেবেছিলাম আসবে। ওরা যাওয়ার সময় সকালে আমি বাসায় থাকলাম না। রাতেই চাচার সাথে বিদায় নিয়ে নিলাম--এই সময় এ্যানি সেখানে ছিল না। ফলে এ্যানির সাথে আমার দেখা হল না।

ও এমেরিকা চলে যাওয়ার অনেক দিন পরে আমার নামে প্রেরকের নাম-ঠিকানা-বিহীন একটি চিঠি আসে এমেরিকা থেকে। আমার বেশ কিছু বন্ধু থাকে এমেরিকায়, তাই বাসার সবাই এবং আমিও মনে করেছিলাম ওটা আমার কোন এক বন্ধুর কাণ্ড।

কিন্তু চিঠিটি এ্যানির ছিল। আগাগোড়া ইংলিশ এ লেখা সেই চিঠির মর্ম উদ্ধার করতে গিয়ে আমার কালঘাম ছুটে গেল ! ও যা লিখেছিল তার সারমর্ম হচ্ছে--

‘ মিঠু ভাইয়া - আমার কোন ভাই-বোন নেই। আপনার সাথে পরিচিত হয়ে আপনাকে ভাইয়ের মতো ভেবেছিলাম। যখন আকু আপনার সাথে আমাকে কক্সবাজার পাঠাতে চাইলেন--আমি তখন যে কি খুশি হয়েছিলাম ! আর কক্সবাজার -এ হোটেলের রুমে যখন আপনি আমার সাথে মন-খারাপ করে কথা না বলে-আমার দিকে না তাকিয়ে বসেছিলেন--আমার ভিষণ খারাপ লেগেছিল। তাই সেই রাতে গান শুনিয়ে, নাচ শিখিয়ে -আপনার মন ভালো করতে চাইলাম। কিন্তু আপনি আমার উপর কি অসভ্যতাটাই না করলেন ! সম্পর্কে কাজিন হলেও বোন তো ? --সেটি জেনেও আপনি আমাকে যৌন অত্যাচার করলেন। যেই গানটি আমি আপনাকে শুনিয়ে ছিলাম---ইটস্ এ্যা সিন্---সেই গানটিকেই যেন সত্য প্রমাণ করলেন। কারন চাচাতো ভাই হয়েও আপনি ছোট বোনকে যৌনভাবে উপভোগ করেছেন--এটা একটি খুবি বড় পাপ ! --ইটস্ এ্যা সিন্ । আমি আপনাকে কখনো ভুলবো না। ’

এ্যানির চিঠিটি আমার কাছে এখনো আছে। ওকে জবাব দেওয়া হয়নি। কি উত্তর দেবো ? আমার কাছে এই চিঠির কোন উত্তর নেই !

আমি-----আর মানুষ হতে পারলাম না। ---তাই সেই গানটি আমার উপর প্রযোজ্য--

When I look back upon my life
It's always with a sense of shame
I've always been the one to blame
For everything I long to do
No matter when or where or who
Has one thing in common, too

It's a, it's a, it's a, it's a sin
It's a sin
Everything I've ever done
Everything I ever do
Every place I've ever been
Everywhere I'm going to
It's a sin

কারন এ্যানির সাথে আমি যা করেছি--তা একটি পাপ ! খুব বড় পাপ !! এ্যানি --I am sorry !